জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ৬০ সাহাবী

সংকলনঃ
আবূ রুমাইসা মো: নূর-এ-হাবীব

সম্পাদনা ও সংযোজনঃ
শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

এম.এম.এম.এ. ফার্স্ট ক্লাস।
মুহাদ্দিস: মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবীয়া
লিসান্স: মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোকিত প্রকাশনী

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত
৬০ সাহাবী

গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০২২
মুদ্রিত মূল্য: ৫০০ (পাঁচশত) টাকা
অনলাইন পরিবেশক: আলোকিত বই বিতান, রকমারি,
ওয়াফি লাইফ, ইখলাস স্টোর, নিউ লেখা প্রকাশনী (ইন্ডিয়া),
SalafiBooksbd.com, UmmahBD.com,
Sunnah Bookshop, Anaaba Books

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ : নাঈম ইবনে আব্দুল্লাহ।

www.alokitoboibitan.com | alokitoprokashonibd@gmail.com

প্রকাশকের কথা---------- ১৩

সম্পাদকের কথা ---------- ১৫

লেখকের ভূমিকা ---------- ১৬

সাহাবীগণ (ﷺ) এর মর্যাদা, সাহাবী শব্দের অর্থ ও সাহাবী কে? ---------- ২১

এ উম্মতের মধ্যে সাহাবীগণ (ﷺ) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতি ---------- ২৩

এ উম্মাতের মধ্যে কখনো কেউ তাঁদের সমকক্ষ হতে পারবে না ---------- ২৯

সাহাবীগণের পথ পরবর্তীদের জন্য নাজাতের পথ ---৩৫

সাহাবীগণের পথ ব্যতীত অন্য পথ গোমরাহী ------- ৩৯

সাহাবীগণ এ উম্মাতের রক্ষাকবচ---------- ৪৩

সাহাবীগণ সম্পর্কে পরবর্তীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ---- ৪৭

তাঁদের নিন্দাবাদ ও সমালোচনা করা বা ঘৃণা করা হতে বিরত থাকা---------- ৫৪

কুরআন হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে তাঁদের মতামত ও কর্মধারাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া ও তাঁদের অনুসৃত মত ও পথকে অনুসরণ করা ---------- ৬১

সকল সাহাবী সম্পর্কে মুসলিমদের আকীদা কী হবে?--৬৫

স্তরভেদে সাহাবীগণ ও তাঁদের মর্যাদা ও জান্নাতের সুসংবাদ লাভ ---------- ৭১

সাধারণভাবে সকল সাহাবীই আখিরাতে ক্ষমা ও মহাবিনিময় তথা জান্নাতের অধিকারী হবেন--------- ৭২

মুহাজির তথা হিজরাতকারী সাহাবীগণ সকলেই জান্নাতী ---------- ৭৫

আনসার সাহাবীগণের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে------- ৭৭

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ সকলেই ক্ষমাপ্রাপ্ত তথা জান্নাতী ---------- ৮০

উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সাহাবীগণ জান্নাতী --- ৮২

হোদাইবিয়া ও বাইয়াতে রিযওয়ানে অংশ গ্রহণ কারীগণ জান্নাতী ---------- ৮৪

আশারা মুবাশশারা দশজন জান্নাতী সাহাবী --------- ৮৫

খুলাফা রাশিদীন---------- ৮৬

১. আবূ বাকর সিদ্দীক (ﷺ) ---------- ৮৭

২. উমার ইবনুল খাত্তাব (ﷺ)---------- ১১০

৩. উসমান ইবনু আফ্ফান (ﷺ) ----------১৩৭

৪. আলী ইবনু আবী তালিব (ﷺ) ----------১৪৮

৫. তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (ﷺ) ----------১৫৯

৬. যুবাইর ইবনুল আওয়াম (ﷺ)---------- ১৬২

৭. আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (ﷺ)----------১৬৭

৮. সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (ﷺ)----------১৭০

৯. আবী উবাইদাহ ইবনুল জার্‌রাহ (ﷺ) ----------১৭৯

১০. সাঈদ ইবনু যাইদ ইবনু আমর ইবনু নুফাইল (ﷺ) ----------১৮০

আহলে বাইতের মধ্যকার জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ----------১৮২

১১. ফাতিমা (ﷺ)----------১৮৫

১২, ১৩. হাসান ও হুসাইন (ﷺ) ----------১৯৬

১৪. ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম----------২০৫

*উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণ জান্নাতী: ----------২০৫

১৫. খাদিজা বিনতুল খুওয়াইলিদ (ﷺ)----------২০৬

১৬. আয়িশা বিনতু আবী বাকর (ﷺ) ----------২১৪

১৭. হাফসা বিনতু উমার (ﷺ)---------- ২২১

১৮. উম্মে হাবীবাহ রামলাহ বিনতে আবু সুফিয়ান (ﷺ) ----------২২৩

১৯. উম্মু সুলাইম রুমাইসা অথবা গুমাইসা বিনতু মিলহান (رضي الله عنها)----------২২৪

২০. হামযা (رضي الله عنه)----------২৩০

২১. মুস'আব ইবনু উমাইর (رضي الله عنه) ----------২৩৭

২২. জাফর ইবনু আবী তালিব (رضي الله عنه) ---------- ২৩৮

২৩. আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (رضي الله عنه) ----------২৪১

২৪. বেলাল বিন রাবাহ (رضي الله عنه) ----------২৪৪

২৫. সালমান ফারিসী (رضي الله عنه) ----------২৪৭

২৬. আম্মার ইবনু ইয়াসির (رضي الله عنه)----------২৬৮

২৭. আবূ যার্ গিফারী (رضي الله عنه) ----------২৭২

২৮. মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (رضي الله عنه) ---------- ২৮৮

২৯. মাসউদ ইবনু দাহ্হাক (رضي الله عنه) ----------২৮৮

৩০. আমর ইবনুল আস (رضي الله عنه)----------২৮৯

৩১. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (رضي الله عنه)-------২৯০

৩২. ছাবিত ইবনু কাইস ইবনু শাম্মাস (رضي الله عنه)--------২৯২

৩৩. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (ﷺ) ----------২৯৪

৩৪. রাফি' ইবনু খাদিজ (ﷺ) ----------২৯৮

৩৫. হারিছাহ ইবনু সুরাক্বাহ অথবা ইবনু রবি'ঈ আল আনসারী (ﷺ)----------৩০০

৩৬. যামরাহ ইবনু ছা'লাবা (ﷺ) ----------৩০১

৩৭. আমর ইবনু ছাবিত (ﷺ) যিনি উসাইরিম নামে পরিচিত----------৩০২

৩৮. আমর ইবনু জামুহ (ﷺ)---------- ৩০৪

৩৯. ওরাক্বা বিন নাওফিল (ﷺ)----------৩০৬

৪০. হাতিব ইবনু আবী বালতা'আ (ﷺ)---------- ৩০৬

৪১. হারিছাহ ইবনু নু'মান (ﷺ)----------৩০৮

৪২. ইবনু দাহদাহ (ﷺ)----------৩১০

৪৩. জাবির (ﷺ) এর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (ﷺ) ----------৩১২

৪৪. সা'দ ইবনু মু'আয (ﷺ) ----------৩১৪

৪৫. উকাশা বিন মিহসান (ﷺ) ----------৩১৬

৪৬. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (ﷺ)----------৩১৭

৪৭. যাইদ ইবনু হারিছাহ (ﷺ) ----------৩১৮

৪৮. যাইদ ইবনু আমর বিন নুফাইল (ﷺ)---------৩১৮

৪৯. আনাস ইবনু আবূ মারসাদ গানামী (ﷺ) ------৩১৯

৫০. আমর ইবনু আক্ইয়্যাশ (ﷺ) ---------- ৩২৩

৫১. আবু মূসা আশ'আরী (ﷺ) ----------৩২৪

৫২. উবাইদ ইবনু সুলাইম আবূ আমির আল্-
আশ'আরী (ﷺ)----------৩২৬

৫৩. উম্মু হারাম : ----------৩২৭

৫৪. উম্মু আলী ফাতিমা বিনতু আসাদ: ---------- ৩২৭

৫৫. উমায়ির ইবনু হুমাম (ﷺ) ----------৩২৮

৫৬. কুলসূম ইবনু হিদ্ম (ﷺ) (প্রতি সালাতে সূরা
ইখলাছ পাঠকারী সাহাবী) ---------- ৩৩০

৫৭. আনাস ইবনু নাযর (ﷺ)----------৩৩২

৫৮. আমর ইবনুল আকওয়া (ﷺ) ---------- ৩৩৩

৫৯. উম্মু যুফার (رضي الله عنها)----------৩৩৬

৬০. নু'মান ইবনু কাওকাল (رضي الله عنه)---------- ৩৩৭

*অজ্ঞাত নামা যারা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন --৩৩৮

*উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী আনসারীর জন্য জান্নাতের ঘোষণা ---------- ৩৩৮

*অপর একজন শহীদ আনসারীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ ----------৩৩৮

*অপর এক নজদবাসীর জান্নাতের সুসংবাদ লাভ-- ৩৩৯

*অপর এক আনসারী সাহাবী----------৩৪১

*এক ইয়াহুদী বালক ---------- ৩৪৩

*এক বেদুইনের জান্নাতের সুসংবাদ লাভ----------৩৪৪

সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) এর মর্যাদা, সাহাবী শব্দের অর্থ ও সাহাবী কে?

সাহাবী' (صحابي) আরবী শব্দমূল 'আস সুহবাহ' (الصحبة) থেকে আসা। এর অর্থ: সঙ্গ, সাহচার্য, সান্নিধ্য, বন্ধুত্ব, সঙ্গী-সাথী)। এর বহুবচন আসহাব (اصحاب)।[১]

আর ইসলামী পরিভাষায় সাহাবী বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী-সাথীদেরকে বোঝায়। সাহাবীর পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী রাহি. বলেন,

من صحب النبي صلي الله عليه وسلم او رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي صلي الله عليه و سلم.

"যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচার্য বা সান্নিধ্য লাভ করেছেন, যদিও তা দিনের সামান্য সময় বা এক মূহুর্তের জন্যও হয়,- তিনিই সাহাবী।"[২]

ইমাম বুখারী রাহি. বলেন,

«وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ رَآهُ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ»

১. ড. ফজলুর রহমান, আল মু'জামুল ওয়াফী।
২. হাফিজ ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী বিশারহে সহীহ বুখারী, ৭ম খ, পৃ. ৭।

না। ফলে যাঁদের জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা রয়েছে, আর যাদের জন্য নিশ্চয়তা নেই- এরা পরস্পর কখনোই সমান হতে পারে না।

সাহাবীগণের মধ্যেও যারা মর্যাদার স্তরভেদ রয়েছে তাঁদের ইসলাম গ্রহণ ও আমলের অগ্রগামীতার কারণে। মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলামগ্রহণকারী ও জিহাদকারী আর মক্কা বিজয়ের পরের সাহাবীগণের মর্যাদা সমান নয়। বরং পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

لَا يَسْتَوِیْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِیْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ قٰتَلُوْا ؕ وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰی ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা সমান নয়। তারা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আর তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবগত।"[১২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণের মর্যাদার ও শ্রেষ্ঠত্বের খবর পরবর্তী উম্মাহকে জানিয়েছেন এবং তিনি একথাও জানিয়েছেন যে, পরবর্তীদের মধ্যকার কেউই ঈমান, আমল, তাক্বওয়ায় তাঁদের সমকক্ষ হতে পারবে না। অনেক সাহাবী হতে বর্ণিত, মুতাওয়াতির হাদীসে রাসূলুল্লাহ

১২. সূরা হাদীদ ৫৭:১০।

যাবে)। আর আমার সাহাবীগণ সমগ্র উম্মাতের জন্য রক্ষাকবচ স্বরূপ। যখন আমার সাহাবীগণ বিদায় হয়ে যাবে তখন আমার উম্মাতের উপর প্রতিশ্রুত বিষয় উপস্থিত হবে (অর্থাৎ শিরক, বিদ'আত ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে)।[৩১]

এ সবই পরবর্তীদের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মর্যাদা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এজন্যই আমাদের উম্মাতের অন্যান্য সকল বুযুর্গ, ওলী ও নেতাদের উপরে তাঁদের মর্যাদা প্রদান করতে হবে। যারা বলে থাকেন, 'সাহাবীগণ তো আমাদের মতই' তথা- দ্বীন জানা-বুঝার ক্ষেত্রে সাহাবীগণের বিশেষ কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সে সকল মুসলিম ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাদের এ ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও আকীদা দূরীভূত করার জন্য এ কিতাবের প্রতি লক্ষ্য করতে আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হিদায়েত করুন, সঠিক বিষয় জানার ও মানার তাওফীক দান করুন, সাহাবীগণের সাথে জান্নাতে স্থান দিন, আমীন।

সাহাবীগণ সম্পর্কে পরবর্তীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তাঁদের যথাযথসম্মান করা ও মুহাব্বত করা। কুরআনে মহান আল্লাহ তাঁদের ঈমানের, দ্বীনদারীর ও বেলায়েতের সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাঁদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রদান করেছেন, জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, প্রাণ

৩১. সহীহ মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবাহ ২৫৩১।

আলী (ﷺ) এর যুগে যেই ফিতনা ও রক্তপাত সংঘটিত হয়েছিল আল্লাহ তা'আলা তা থেকে আমাদের হাত গুলোকে হিফাযত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা দো'আ করি, তিনি যেন তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের জবানকেও সে বিষয়ে কথা বলা থেকে রক্ষা করেন।"[৫৬]

কুরআন হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে তাঁদের মতামত ও কর্মধারাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া ও তাঁদের অনুসৃত মত ও পথকে অনুসরণ করা

এ বিষয়টি সাহাবীগণের জন্য বিশেষ মর্যাদার। পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, কুরআনে সাহাবীদের নিষ্ঠার সাথে অনুসরণকারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে: "মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। সেটিই মহা সাফল্য।"[৫৭]

এ আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট যে, প্রাথমিক আনসার মুহাজির সাহাবীগণের অনুসরণ পরবর্তী ব্যক্তিদের জন্য জান্নাত লাভের উপায় ও পথ।

সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে থেকে তাঁর হাতে দ্বীন শিখেছেন, তাঁদের মাঝে থাকা

৫৬. আকীদাতুত তাহাবী (ইবনু আবীল ইযয আল-হানাফী'র শরাহসহ), পৃ. ৪৯৪।
৫৭. সূরা তাওবাহ ৯: ১০০।

মুহাজির তথা হিজরাতকারী সাহাবীগণ সকলেই জান্নাতী

মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের নেক আমালের প্রশংসা করেছেন। তাদের সত্যনিষ্ঠতার সবিশেষ প্রশংসা করেছেন।[৭২] বিশষত: প্রথম অগ্রগামী মুহাজির সাহাবীদেরকে এবং এরপর প্রথম অগ্রগামী আনসারদের এবং পরবর্তী তাদের অনুসরণ করে ইসলাম গ্রহণকারী অন্যান্য সাহাবীদের প্রতি মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। সেটিই মহা সাফল্য।"[৭৩]

এখানে প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসার এবং যে সকল সাহাবী পরবর্তীদের তাঁদের অনুসরণ করেছেন তাদের সকলের জন্য আল্লাহ জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছে। এটিও সকল সাহাবীর জন্য সুসংবাদ।

৭২. সূরা হাশর: ৮।
৭৩. সুরা তাওবাহ ৯: ১০০ আয়াত।

সিদ্দীক, উমার ইবনুল খাত্তাব, উছমান ইবনু আফ্ফান ও আলী ইবনু আবী তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। তাঁদেরকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে খুলাফায়ে রাশিদীন (সঠিক পথ প্রাপ্ত খলিফাগণ) বলা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্বে আমরা দেখেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও তাঁর পরে খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুসরণকে বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় বর্ণিত হয়েছে। দশজন জান্নাতী সাহাবী'র হাদীসে দেখেছি যে, প্রথম চারজনই হলেন চার খলিফা। এছাড়াও তাঁদেরকে বিভিন্ন হাদীসে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

১. আবূ বাকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

খুলাফা রাশিদীনের মধ্যে, বরং সকল উম্মাতের মধ্যে আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।[৯৩] তাঁর ফযীলতে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বরং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেই বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 'আশারা মুবাশ্‌শারাহ' তথা দশ জান্নাতী সাহাবীর হাদীসে আমরা সর্বপ্রথম আবূ বাকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নাম দেখে এসেছি। সেখানে বলা হয়েছে:

«أَبُو بَكْرٍ فِي الجَنَّةِ»

"আবূ বাকর জান্নাতী।"[৯৪] এছাড়াও আরও কিছু হাদীস এর সমর্থনে উদ্ধৃত করব ইন্‌শা আল্লাহ। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

৯৩. বুখারী, ফাযাইলুস সাহাবাহ, নং ৩৬৫৫, ৩৬৭১। এর পূর্বেও একটি হাদীস গত হয়েছে।
৯৪. তিরমিযী, মানাকিব নং ৩৭৪৭। তিরমিযী, আরনাউত্ব, আলবানী, আহমাদ শাকির সকলেই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

বকর (ﷺ)। আমি যদি আমার রব ছাড়া অন্য কাউকে আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আবূ বকরকে করতাম। তবে তার সঙ্গে আমার দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব, আন্তরিক ভালবাসা আছে। মসজিদের দিকে আবূ বকরের দরজা ছাড়া অন্য কোন দরজা খোলা রাখা যাবে না।[১১২]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

ইবনু ‘উমার (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সাহাবীগণের পারস্পরিক মর্যাদা নির্ণয় করতাম। আমরা সর্বাপেক্ষা মর্যাদা দিতাম আবূ বকর (ﷺ)-কে তাঁরপর ‘উমার ইবনু খাত্তাব (ﷺ)-কে, অতঃপর ‘উসমান ইবনু আফ্ফান (ﷺ)-কে।[১১৩]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَتَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَتْ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تَقُوْلُ الْمَوْتَ قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدِيْنِيْ فَأْتِيْ أَبَا بَكْرٍ

জুবায়র ইবনু মুত‘ঈম (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক স্ত্রীলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এল।

১১২. বুখারী- ৩৬৫৪
১১৩. বুখারী-৩৬৫৫

জাবাল (ﷺ) হতেও বর্ণিত হয়েছে।[১৩৬] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (ﷺ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«يَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ» فَاطَّلَعَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: «يَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ» فَاطَّلَعَ عُمَرُ.

"তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী ব্যক্তি আগমন করবে।" তখন আবূ বাকর (ﷺ) এলেন। তিনি আবার বললেন, "তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী ব্যক্তি আগমন করবে।" তখন উমার (ﷺ) এলেন।[১৩৭]

উমার (ﷺ) সম্পর্কে সহীহ সুত্রে প্রমাণিত আরো কিছু বর্ণনা:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ » . قَالَ وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ

ইবনু উমর (ﷺ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "হে আল্লাহ! আবূ জাহল কিংবা

১৩৬. আহমাদ ৫/২৪৫; তাবারানী, কাবীর ২০/১৪৯, নং ৩০৮ ও ৩০৯; হাইছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৯/৭৩, নং ১৬৪৬৬। হাইছামী বলেন, 'এটি আহমাদ ও তাবারানী বর্ণনা করেছেন, এবং আহমাদ ও তাবারানীর রাবীগণ সহীহ হাদীসের রাবী।' তবে দারানী এর সনদকে যয়ীফ যয়ীফ বলেছেন।

১৩৭. তিরমিযী, মানাকিব ৩৬৯৬; তাবারানী, কাবীর ১০৩৪৩, ১০৩৪৪; হাকিম ৩/৭৩। তিরমিযী ও আলবানী একে যয়ীফ বললেও আরনাউত্ব একে হাসান লিগয়রিহী' বলেছেন। কেননা, এর শাহিদ রয়েছে জাবির ﷺ হতে আহমাদ ১৪৫৫০ যার সনদ হাসান। এছাড়াও এর শাহিদ হিসেবে নিয়ে এসেছেন আবূ মূসা ﷺ এর হাদীস যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। সুতরাং আরনাউত্ব যা বললেন সেটিই সঠিক। অর্থাৎ এ সনদটি দুর্বল হলেও হাসান ও সহীহ শাহিদ থাকার কারণে এটি হাসান স্তরে উন্নীত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহই ভালো জানেন।

الرَّهْطُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اجْعَلُوْا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِيْ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِيْ إِلَى عُثْمَانَ وَقَالَ سَعْدٌ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِيْ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيُّكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الأَمْرِ فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِيْ نَفْسِهِ فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَفَتَجْعَلُوْنَهُ إِلَيَّ وَاللهُ عَلَيَّ أَنْ لَا آلُ عَنْ أَفْضَلِكُمْ قَالَا نَعَمْ فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقَدَمُ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَاللهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيْعَنَّ ثُمَّ خَلَا بِالْآخَرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيْثَاقَ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعَهُ فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوْهُ

আমর ইবনু মায়মূন (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘উমার ইবনু খাত্তাব (ﷺ)-কে আহত হবার কিছুদিন পূর্বে মদিনায় দেখেছি যে তিনি হুযায়ফাহ ইবনু ইয়ামান (ﷺ) ও ‘উসমান ইবনু হুনায়ফ (রহ.)-এর নিকট দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন, তোমরা এটা কী করলে? তোমরা এটা কী করলে? তোমরা কি আশঙ্কা করছ যে, তোমরা ইরাক ভূমির উপর যে কর ধার্য করেছ তা বহনে ঐ ভূখন্ড অক্ষম? তারা বললেন, আমরা যে পরিমাণ কর ধার্য করেছি, ঐ ভূ-খন্ড তা বহনে সক্ষম। এতে

উছমান (ﷺ) তখন তিনবার বললেন: 'আল্লাহু আকবার। এরা সাক্ষ্য দিচ্ছে। কা'বার রবের কসম, আমিও সাক্ষী রইলাম।' হাদীসটি হাসান।[১৬০]

উছমান (ﷺ) সম্পর্কে সহীহ সুত্রে প্রমাণিত আরো কিছু বর্ণনা:

أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَوَّى ثِيَابَهُ - قَالَ مُحَمَّدٌ وَلاَ أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ - فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ « أَلاَ أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلاَئِكَةُ » .

আয়িশাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে শুয়ে ছিলেন, তার উরু কিংবা পায়ের নলা উন্মুক্ত ছিল। আবূ বকর (ﷺ) এসে অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন এবং এ অবস্থাতে কথপকথন করলেন। তারপর উমার (ﷺ) অনুমতি

১৬০. তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৭০৩। তিরমিযী, আলবানীও আরনাউত্ব একে হাসান বলেছেন।

আশারা মুবাশশারার অন্যান্য সাহাবীগণ

৫. তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (رضي الله عنه)

তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (رضي الله عنه) সেই সকল মহান ব্যক্তিদের অন্যতম যাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। যে হাদীসে তিনি দশজন সাহাবীকে একত্রে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ»

"এবং তালহাহ্ জান্নাতী।[১৭৭] যুবাইর (رضي الله عنه) বলেন,

كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ فَنَهَضَ إِلَى صَخْرَةٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَأَقْعَدَ تَحْتَهُ طَلْحَةَ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَوْجَبَ طَلْحَةُ».

"উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি বর্ম পরিহিত ছিলেন। তখন তিনি একটি শিলাখণ্ডের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে উঠতে পারছিলেন না। তখন তাঁর নিচে তালহাকে বসিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিলাখণ্ডের উপর আরোহন করেন। এমতাবস্থায়

১৭৭. তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৭৪৭। তিরমিযী, আরনাউত্ব, আলবানী, আহমাদ শাকির সকলেই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৮. সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (ﷺ)

আশারা মুবাশশারা তথা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তগণের অন্যতম সাহাবী হলেন সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (ﷺ), আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আর বরকতে মহান আল্লাহর তাঁর দো'আ কবুল করতেন।[১৯৮] তাঁকে লক্ষ্য করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ

"হে সা'দ! তুমি হালাল খাবার গ্রহণ করো। এতে তোমার দু'আ কবুল করা হবে"।[১৯৯]

আশারা মুবাশশারা'র হাদীসে আমরা দেখেছি যে, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ ও সাঈদ ইবনু যাইদ (ﷺ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«وَسَعْدٌ فِي الجَنَّةِ»

"এবং সা'দ জান্নাতী।" হাদীসটি সহীহ।[২০০] অপর হাদীস ইবনু উমার ও আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (ﷺ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

১৯৮. তিরমিযী, মানাকিব ৩৭৫১; সহীহ ইবনু হিব্বান, নং ৬৯৯০। তিরমিযী, আলবানী, আরনাউত্ব সকলেই এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

১৯৯. মু'জামুল আওসাত, হাদীছ নং ৬৪৯৫। তবে ইমাম আলবানীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীছকে যঈফ বলেছেন। দেখুন সিলসিলা যঈফা, হাদীছ নং ১৮১২।

২০০. তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৭৪৭, ৩৭৪৮, ৩৭৫৭; ইবনু মাজাহ ১৩৩। তিরমিযী, আরনাউত্ব, আলবানী, আহমাদ শাকির সকলেই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

«سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي وَلَا يَتَزَوَّجُ إِلَيَّ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ فَأَعْطَانِي»

"আমি আমার মহা মহিম প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছিলাম যে, আমি আমার উম্মাতের যাকেই বিবাহ দেই এবং যাকেই বিবাহ করি, সে যেন আমার সাথে জান্নাতী হয়। আর তিনি আমাকে তা প্রদান করেছেন।"[২১৮] এটি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (ﷺ) হতেও বর্ণিত আছে।[২১৯]

এবারে আমরা আহলে বাইতের ব্যক্তিবর্গের আলাদাভাবে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের সম্পর্কে হাদীসমূহ উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ।

১১. ফাতিমা (ﷺ)

তিনি হলেন ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার মাতা উম্মুল মুমিনীন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযিয়াল্লাহু আনহা। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে ছোট মেয়ে। তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বেশি স্নেহ করতেন। বেশ কিছু দিক থেকে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাদৃশ্য রাখতেন। বিশেষ করে তার পথচলার ধরণ ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতই।

২১৮. হাকিম, আল মুসতাদরাক ৩/১৩৭ নং ৪৬৬৭; তাবারানী, আওসাত নং ৫৭৫৮; হাইছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ নং ১৬৩৪৭। হাকিম ও যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

২১৯. তাবারানী, আওসাত নং ৩৮৫৬; হাইছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, নং ১৬৩৪৬। এর সনদ যয়ীফ বলেছেন দারানী। তবে আগের হাদীসটি এর শাহিদ হওয়ায় তা একে শক্তিশালী করে। পূর্বের টীকাটি দেখুন।

হাসান ও হুসাইন (ﷺ) সম্পর্কে সহীহ সুত্রে প্রমাণিত আরো কিছু বর্ণনা:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ، قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ

শাদ্দাদ (ﷺ) বলেন, একদা যোহর অথবা আসরের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের মাঝে বের হলেন। তাঁর কোলে ছিল হাসান অথবা হুসাইন। তিনি সামনে গিয়ে তাকে নিজের ডান পায়ের কাছে রাখলেন। অতঃপর তিনি তকবীর দিয়ে নামায শুরু করলেন। নামায পড়তে পড়তে তিনি একটি সিজদাহ (অস্বাভাবিক) লম্বা করলেন। (ব্যাপার না বুঝে) আমি লোকের মাঝে মাথা তুলে ফেললাম। দেখলাম, তিনি সিজদাহ

«إِنَّهُ لَيُهَوِّنُ عَلَيَّ الْمَوْتَ أَنِّي أُرِيتُكِ زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ»

"নিশ্চয় আমার মৃত্যু এসে পড়বে। আমি তোমাকে জান্নাতে আমার স্ত্রী হিসেবে দেখেছি।"[২৬০]

অপর বর্ণনায়: "নিশ্চয় আমার মৃত্যু এসে পড়বে। আমি জান্নাতে আয়িশার হাতের শুভ্রতা দেখেছি।"[২৬১]

মুসলিম আলবাত্তীন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«عائشة زوجتي في الجنة»

"আয়িশা জান্নাতে আমার স্ত্রী।" হাদীসটি মুরসাল সহীহ।[২৬২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ« فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

আনাস ইবনু মালিক (ﷺ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাবতীয় খাদ্যের উপর যেরূপ সারীদের (শোরবাতে ভেজানো রুটি) মর্যাদা, সকল স্ত্রীলোকের উপর তেমন আয়িশাহর মর্যাদা।[২৬৩]

২৬০. আবূ হানীফা, আল মুসনাদ পৃ. ১৩। হাদীসটির সনদ সহীহ। দেখুন, আল ইহসান, হা/৭০৯৬ তে আরনাউত্বের টীকাটি।
২৬১. আহমাদ ৬/১৩৮; আলবানী, সহীহাহ হা/২৮৬৭। আলবানী এর সনদকে হাসান বলেছেন।
২৬২. ইবনু সা'দ, আত তাবাকাত ৮/৬৬; আলবানী, সহীহাহ নং ১১৪২।
২৬৩. তিরমিযী- ৩৮৮৭; সহীহ

২০. হামযা (ﷺ)

হামযা (ﷺ) ছিলেন উহুদ যুদ্ধের শহীদ। আমরা উহুদ যুদ্ধের আলোচনায় হাদীসে দেখে এসেছি যে, উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ সকলেই জান্নাতী।[২৭৪] এছাড়াও, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামযা (ﷺ) এর জান্নাতী হওয়ার কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন।

হামযা (ﷺ) কে কিয়ামত দিবসে শ্রেষ্ঠ শহীদ হিসেবে ঘোষণা করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জাবির (ﷺ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ»

"কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ হামযা।"[২৭৫]

এটি আলী (ﷺ) ও ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতেও বর্ণিত হয়েছে।[২৭৬] জান্নাতে বিশ্রামকারী হলেন হামযা (ﷺ)। ইবনু আব্বাস (ﷺ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

২৭৪. আবূ দাউদ ২৫২০; আহমাদ ২৩৮৮। আরনাউত্ব, আলবানী উভয়ে এর সনদকে হাসান বলেছেন।
২৭৫. হাকিম ২/১১৯, ১২০, ৩/১৯৫; আওসাত, নং ৯২২; খতীব, তারীখ বাগদাদ ৬/৩৭৭; আলবানী, সহীহাহ, নং ৩৭৪; হাইছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৯/২৬৭ নং ১৫৪৫৪।পরবর্তী দু'টি শাহিদ হাদীস থাকার কারণে জাবির ﷺ এর হাদীসটিকে আলবানী এবং দারাণী (তাহক্বীক্ব মাজমা') হাসান বলেছেন।
২৭৬. তাবারানী, কাবীর ৩/১৫১, নং ২৯৫৮; আওসাত, নং ৪০৯১; আবী হানীফা, আল মুসনাদ, নং ৩৭০ সনদ হাসান; হাইছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৯/২৬৭, নং ১৫৪৫৩, ১৫৪৫৫।

২৩. আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (ﷺ)

আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম ছিলেন বিখ্যাত ইয়াহুদী আলিম। তিনি তার জাতীর বিরোধীতা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করেন।

মু'আয ইবনু জাবাল (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা চারজন ব্যক্তির কাছ থেকে 'ইলম অন্বেষণ কর: উয়াইমির আবী দারদা'র নিকট থেকে, সালমান ফারিসী'র নিকট থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের নিকট থেকে এবং আব্দুল্লাহ ইবনু সালামের নিকট থেকে। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«إِنَّهُ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِي الجَنَّةِ»

"তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম) হলেন দশজন জান্নাতী ব্যক্তির মধ্যে দশম ব্যক্তি।"[২৮৬]

সাদ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ছাড়া যমীনে বিচরণশীল আর কারো ব্যাপারে এ কথাটি বলতে শুনিনি: "নিশ্চয়ই তিনি জান্নাতী।" সা'দ (ﷺ) বলেন, তাঁরই ব্যাপারে সূরা আহকাফের এ আয়াত নাযিল হয়েছে: "এ ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকেও একজন সাক্ষ্য প্রাদান করেছে।"[২৮৭] (সূরা আহকাফ: ১০)

২৮৬. তিরমিযী, মানাকিব ৩৮০৪; হাকিম ৩/৪১৬, নং ৫৭৫৮; মিশকাত ৬২৩১। তিরমিযী একে হাসান সহীহ এবং হাকিম, যাহাবী ও আলবানী একে সহীহ বলেছেন।

২৮৭. বুখারী, ফাযাইলুস সাহাবাহ নং ৩৮১২; মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবাহ, নং ২৪৮৩।

حَقَّهُم، وعَتَقْتُ! فشَهِدتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ الخَندَقَ، ثُمَّ لم يَفُتْني معَه مَشهَدٌ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান আল-ফারেসী (ﷺ) নিজে তাঁর কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি একজন পারসিক ছিলাম। আমার জন্মস্থান ছিল ইস্পাহানের অন্তর্ভুক্ত 'জাই' নামক গ্রাম। পিতা ছিলেন গ্রামের সর্দার। আর আমি তাঁর নিকট ছিলাম আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। আমার প্রতি তাঁর ভালবাসা এরূপ ছিল যে, তিনি সবসময় আমাকে বাড়িতে আবদ্ধ করে রাখতেন। অর্থাৎ (পূজার) আগুনের তত্তবাধায়ক করে রাখতেন। যেমন কোন বাঁদীকে আটকিয়ে রাখা হয় (তেমন আমাকে আবদ্ধ করে রাখতেন)। এতে করে আমি অগ্নিপূজায় খুবই মনোযোগী হলাম এবং এক পর্যায়ে আগুনের এমন খাদেম বনে গেলাম যে, মুহূর্তের জন্যও আগুন নিভতে দিতাম না। সেই সাথে আমার পিতার ছিল অঢেল ভূসম্পত্তি।

তিনি একদিন তাঁর একটি গৃহ নির্মাণে ব্যস্ত হলেন এবং আমাকে বললেন, হে বৎস! আমি বর্তমানে আমার খামারে একটি গৃহ নির্মাণ করছি। তুমি যাও এবং তা দেখাশুনা কর। সেখানে তিনি যা করতে চান সে বিষয়ে আমাকে নির্দেশনা দিলেন। অতঃপর আমি তার খামারের দিকে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে আমি খৃষ্টানদের কোন এক গির্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। যেখানে তারা ছালাত আদায় করছিল। আমি তাদের আওয়ায শুনতে পেলাম। মূলতঃ পিতা আমাকে গৃহবন্দী করে রাখার কারণে মানুষের চাল-চরিত্র সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম

২৬. আম্মার ইবনু ইয়াসির (رضي الله عنه)

আম্মার ইবনু ইয়াসির (رضي الله عنه) ও তাঁর পিতার পরিবার প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁদেরকে নানা অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। কারণ, তার পরিবার মক্কায় বসবাস করলেও তারা মক্কার আসল বাসিন্দা ছিলেন না। তাই তারা ছিলেন দুর্বল মুসলিমদের অনন্তর্ভুক্ত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মারের (رضي الله عنه) এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তাকে নির্যাতন করা হচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা সবর করো। তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মারকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

«وَيْحَ عَمَّارٍ، تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ

"আম্মারের জন্য আফসোস! তাকে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠি হত্যা করবে। সে তাদেরকে জান্নাতে দিকে আহব্বান জানাবে। আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে।[২৯৯] অতঃপর আম্মার আলী ও মুআবীয়ার মধ্যে সংঘটিত কোনো এক যুদ্ধে আলীর পক্ষে যোগদান করে এবং শাহাদাত বরণ করে।

২৯৯. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৪৪৭।

অন্য কিছু থাকলে আল্লাহ্ তাআলা তার থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিবেন।

আসল কথা হল আবু যার্ গিফারী (ﷺ) এর উট খুব ধীর গতিতে চলছিল। যার কারণে তিনি সাথীদের সাথে চলতে পারেন নি। তাই তিনি উটের পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে নিজের পিঠে বহন করতে লাগলেন এবং একাই তাবুকের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এটিই ছিল তার পিছনে পড়ার একমাত্র কারণ। রাস্তার কোন এক স্থানে যখন রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম অবতরণ করলেন, তখন এক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! ঐ দেখুন! একজন লোক রাস্তায় একা চলছে এবং আমাদের দিকেই আগমণ করছে। রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বললেনঃ ঐ লোকটি আবু যার্ ছাড়া আর কে হবে? তারা গভীরভাবে দৃষ্টি দিয়ে তাকে চিনে ফেলল এবং বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! এ তো দেখছি আসলেই আবু যার্। রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম তখন বললেনঃ আল্লাহ্ তাআলা আবু যারের উপর রহম করুন! সে একাকীই চলবে, একাকীই মৃত্যু বরণ করবে এবং কিয়ামতের দিন একাকাই কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে।[৩০৭]

সহীহ ইবনে হিব্বানে বর্ণিত হয়েছে, আবু যার্ (ﷺ) এর যখন মৃত্যুর সময় হল, তখন তাঁর স্ত্রী খুব কাঁদছিলেন। তখন তিনি তার স্ত্রীকে বললেনঃ তুমি কাঁদছ কেন? স্ত্রী বললেনঃ আমি কাঁদব না? আপনি একটি নির্জন ভূমিতে মৃত্যু বরণ করছেন! আর আমার কাছে এমন কোন কাপড় নেই, যা

৩০৭. দেখুনঃ তাফসীরে ইবনে কাছীর, (৪/১৪)।

৩৫. হারিছাহ ইবনু সুরাক্বাহ অথবা ইবনু রবি'ঈ আল আনসারী (رضي الله عنه)

তিনি বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তার মাকে। আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) বলেন,

أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ فَجَاءَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّي فَإِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ وَإِنْ تَكُ الْأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ وَيْحَكِ أَوَهَبِلْتِ أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ.

আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, হারিসাহ (رضي الله عنه) একজন নও জওয়ান লোক ছিলেন। বাদর যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করার পর তাঁর আম্মা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হারিসাহ আমার কত প্রিয় ছিল আপনি তা অবশ্যই জানেন। সে যদি জান্নাতী হয় তাহলে আমি সবর করব এবং আল্লাহর নিকট সাওয়াবের আশা পোষণ করব। আর যদি ব্যাপার অন্য রকম হয় তাহলে আপনি তো দেখতেই পাবেন, আমি যা করব। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তোমার কী হল, তুমি কি অজ্ঞান হয়ে গেলে? জান্নাত কি একটি? জান্নাত অনেকগুলো, সে তো জান্নাতুল ফিরদাউসে রয়েছে।"[৩২৬]

৩২৬. বুখারী, আস সহীহ, মাগাযী নং ৩৯৮২ (৬৫৫০, ৬৫৬৭ সহ); তিরমিযী, তাফসীর নং ৩১৭৪; নাসাঈ, কুবরা ৮২৩১।

এরপর হারিছাহ ফিরে আসার সময় তাকে বললেন: "এ হলো জিবরীল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর তিনি বললেন ...।" তিনি জিবরীল আলাইহিস সালাম প্রদত্ত খবর তাকে জানালেন।[৩৩৮]

৪২. ইবনু দাহদাহ (رضي الله عنه)

জাবির ইবনু সামুরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনু দাহদাহ'র জানাযা আদায় করলেন। এরপর তার কাছে একটা লাগামবিহীন ঘোড়া হাজির করা হলো। জনৈক ব্যক্তি তা রশি দিয়ে বাঁধল। তিনি এর পিঠে আরোহন করলেন। ঘোড়াটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। আর আমরা তার পিছনে দৌড়িয়ে অনুসরণ করলাম। জাবির বলেন, অতঃপর কাফিলার মধ্যে জনৈক ব্যক্তি বলল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ - أَوْ مُدَلًّى - فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ» أَوْ قَالَ شُعْبَةُ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ.

"ইবনু দাহ্দাহ্ এর জন্য কত যে (খেজুরের) ছড়া জান্নাতে ঝুলে রয়েছে!"[৩৩৯] আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

৩৩৮. তাবারানী, কাবীর ৩/২২৭ নং ৩২২৫; বায্যার, কাশফুল আসতার ৩/২৬১ নং ২৭১০; হাইছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৯/৩১৩ নং ১৫৭১৩। হাইছামী বলেন, 'এর সনদ হাসান, রাবীগণ সকলকেই বিশ্বস্ত, তবে কারো কারো ব্যাপারে মতভেদ আছে।' দারানী এর সনদকে যয়ীফ বলেছেন।

৩৩৯. সহীহ মুসলিম, জানাইয ৯৬৫।

স্থান (জান্নাত)-এ প্রবেশ করান।"[৩৫৪]

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُعْطِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (ﷺ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে আবূ মূসা তোমাকে দাউদ (আঃ)-এর পরিবারের সুমধুর কণ্ঠস্বরসমূহের মাঝের একটি সুর দান করা হয়েছে।[৩৫৫]

৫২. উবাইদ ইবনু সুলাইম আবূ আমির আল্-আশ'আরী (ﷺ)

পূর্বোক্ত আবূ মূসার হাদীসে আমরা দেখেছি, উবাইদ ইবনু সুলাইম আবূ আমিরের জন্য দো'আয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«اللهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ، اللهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ».

"হে আল্লাহ! আপনি উবাইদ আবূ আমির কে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তুমি তাকে তোমার অনেক সৃষ্টিকুলের উপর, অনেক মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান কর।"[৩৫৬]

৩৫৪. সহীহ বুখারী, মাগাযী ৪৩২৩; সহীহ মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবাহ ২৪৯৮।
৩৫৫. তিরমিযী- ৩৮৫৫; সহীহ
৩৫৬. সহীহ বুখারী, মাগাযী ৪৩২৩; সহীহ মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবাহ ২৪৯৮।

বললেন: "না, তবে নফল সিয়াম পালন করা যায়।" তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে যাকাতের কথা বললেন। আগন্তুক জানতে চাইলেন, এ ছাড়া আরও কিছু আছে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "না, তবে অতিরিক্ত দান করা যায়।" রাবী বললেন, তারপর আগন্তুক এ কথা বলতে বলতে চলে গেলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি এর চাইতে বেশি করব না এবং কমও করব না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: লোকটি সত্য বলে থাকলে সফল হবে অথবা, "সে সত্য বলে থাকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩৬৯]

*অপর এক আনসারী সাহাবী

এক আনসারী সাহাবী, যার অন্তর অপরের প্রতি অকল্যাণ কামনাও হিংসা থেকে মুক্ত ছিল, তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আনাস ইবনু মালিক (ﷺ) বলেন,

كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوئِهِ، قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى. فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ،

৩৬৯. সহীহ বুখারী, নং ১৮৯১, ৬৯৫৬; সহীহ মুসলিম নং ১১।

এক বেদূঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল জানিয়ে দিন, যা করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব। তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সঙ্গে কোন কিছু শরীক করবে না, ফরয সালাত কায়েম করবে, নির্ধারিত যাকাত দিবে এবং রামাযানের সিয়াম পালন করবে।" তারপর সে বলল, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আমি এর উপর কখনো কিছু বাড়াব না এবং তা থেকে কমও করব না। লোকটি চলে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কেউ কোনো জান্নাতী লোক দেখে খুশি হতে চাইলে সে যেন একে দেখে নেয়।"[৩৭২]

এখানে আমাদের সংক্ষিপ্ত কিতাবের সমাপ্তি টানছি। যা বলতে চেয়েছি, জানি না তা কতটুকু বলতে পেরেছি। এর ভুল-ত্রুটিগুলো আমার একান্তই নিজের, আর এর জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও মহান সাহাবীগণের উপর।

'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।'

৩৭২. সহীহ বুখারী ১৩৯৭; সহীহ মুসলিম ১৪।